বাংলা-সিঙ্গাপুর বাণিজ্য কেন্দ্র হবে কলকাতায়

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীকে কলকাতায় আমন্ত্রণ। তাঁর বাবার নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার গড়ার প্রস্তাব। সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কলকাতাতেও অনুষ্ঠান। পর্যটনের উন্নয়ন নিয়ে মত-বিনিময়। ঐতিহ্য ভবনগুলির সংস্কার নিয়ে আলোচনা।

দীপঙ্কর নন্দী, সিঙ্গাপুর

১৯ আগস্ট— কলকাতায় আসার জন্য সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি শিয়েন লুং-কে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তাঁকে তিনি বলেন, বাংলায় শিল্প করার কোনও সমস্যা নেই। আমি চাই সিঙ্গাপুরের শিল্পপতিরা বাংলায় বিনিয়োগ করতে আসুন। রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনার নতুন দিক খুলল। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি শিয়েন লুং-এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বৈঠক সফল। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে হোটেলে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, বৈঠক সফল হয়েছে। খুব ভাল মিটিং হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভাল মানুষ। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ইতিবাচক। বাংলা-সিঙ্গাপুর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হল। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উনি বাংলার সম্পর্কে অনেকটাই জানেন। আমাদের হেরিটেজ বিল্ডিংগুলি সম্পর্কেও উনি খোঁজখবর নিয়েছেন। কলকাতা-সিঙ্গাপুর বিজনেস সেন্টার করা যায় কি না, সে ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। সিঙ্গাপুর যদি এ রাজ্যে পার্ক করতে চায়, সেজন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। গোয়ালতোড়ে ১ হাজার ১০ একর জমি আছে। সেখানে এসে পার্ক তৈরি করার ব্যাপারে কথা হয়েছে। কলকাতা-সিঙ্গাপুর ফিনান্সিয়াল হাব তৈরির কথা আমরা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি কলকাতায় যাব। উনি জানতে চেয়েছেন কলকাতায় কোন কোন বহুজাতিক সংস্থা কাজ করছে। সম্ভবত এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এতটাই খুশি যে, তিনি বলেছেন, মিটিং হয়েছে গ্রাস, গ্রাস, গ্রাস। প্রধানমন্ত্রী আমাদের ল্যান্ড ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জানতে চান। এই বিষয়টি কী, সে বিষয়ে তাঁর ততটা ধারণা ছিল না। আমরা তাঁকে জানিয়েছি কীভাবে জমি নিয়ে আমরা মানচিত্র তৈরি করেছি। এদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁকে উপহার দেন উত্তরীয়, একটি সুদৃশ্য ব্যাগ, দার্জিলিংয়ের চা, কাঁথা স্টিচের শাড়ি, রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং দুর্গা ঠাকুরের একটি ছোট মূর্তি। মুখ্য সচিব সঞ্জয় মিত্র তাঁকে রাজ্যের কলকারখানার পরিস্থিতি নিয়ে অবহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বলেছেন, আপনি এতদিন পরে কেন এলেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বহুদিন আগেও আমি একবার এসেছিলাম। কিন্তু এবার বাংলার উন্নতির জন্য সিঙ্গাপুর দিয়েই আমি কাজ শুরু করতে চাই। আমাদের আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লগ্নির বিষয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ রয়েছে। আমরা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়েই কাজ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী নিয়ে কলকাতাতেও অনুষ্ঠান করার কথা। কেননা সিঙ্গাপুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, আমাদের বাংলা— দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রীর বাবার নামে কলকাতা

এরপর ৫ পাতায়

বাণিজ্য কেন্দ্র হবে কলকাতায়

১ পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চেয়ার গড়ার প্রস্তাবও রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, চলতি বছরেই কী কী ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে কাজ করা যেতে পারে সে ব্যাপারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে সে দেশের সরকার। জানা গেছে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য একটি বাণিজ্যিক হাব গড়া হবে। যা ১৮ মাসের মধ্যেই উদ্বোধন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি হাব রয়েছে। উত্তরবঙ্গে পাহাড় রয়েছে। সুন্দরবন ইত্যাদিও আছে। এই সব কিছুর ক্ষেত্রেই উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার কথা বৈঠকে উঠে এসেছে। এদিনের বৈঠকে অন্ডালে বিমানবন্দর গড়ার যে কাজ সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি গোষ্ঠী করছে, তা নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। বিমানবন্দর গড়ার কাজটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। অন্ডালে চাঙ্গির বিমানবন্দরটির উদ্বোধন হবে নভেম্বরে। এদিন বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার শিল্পপতিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কী কী কথা হয়েছে, তা বাংলার শিল্পপতিদের বলেন। ছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, মুখ্য সচিব সঞ্জয় মিত্র, ডব্লু বি আই ডি সি-র কয়েকজন সচিব। শিল্পপতিদের মধ্যে ছিলেন হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জয় বুধিয়া, সন্দীপ গোয়েঙ্কা, প্রসূন মুখার্জি প্রমুখ। আজ, বুধবার সিঙ্গাপুর ও বাংলার শিল্পপতিরা যৌথভাবে একটি সম্মেলন করবেন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র প্রমুখ। মঙ্গলবার রাতে সাংরিলা হোটেলে চাঙ্গি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নৈশভোজ দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চাঙ্গি গোষ্ঠীর কর্তা, মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী-সহ বাংলা থেকে আসা শিল্পপতিরা।